ডেটলাইন ১০ অক্টোবর

আরো একবার পাকিস্তানে নির্বাচন হতে যাচ্ছে সামরিক সরকারের অধীনে। মোশাররফ আশা করছেন, আসন্ন নির্বাচন তাকে সর্বময় ক্ষমতা এনে দেবে। কিন্তু বিরোধীদল জোট বাঁধলে, পাশার দান উল্টে যেতে পারে... লিখেছেন **হাসান মূর্তাজা**

পাকিস্তান জুড়ে এখন নির্বাচনের আমেজ। ১০ অক্টোবরের সাধারণ নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক দলসমূহ, নির্বাচন কমিশনসহ সবাই ব্যস্ত। রেডিও-টিভিতে রাজনীতিবিদ, বিশেষজ্ঞরা বক্তব্য রাখছেন। ইতিমধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়নের একদল নির্বাচন পর্যবেক্ষকও পাকিস্তান এসে পৌঁছেছেন। কিন্তু সামরিক সরকারের অধীনে আসন্ন নির্বাচন প্রকৃতই 'সাধারণ' নির্বাচন হবে কি না, রাজনীতিবিদ থেকে শুরু করে গাছতলার দোকানিও এ বিষয়ে সন্দিহান।

সামরিক সরকারের অধীনে নির্বাচন পাকিস্তানে নতুন নয়। দেশটির ৫৫ বছরের ইতিহাসে সামরিক বাহিনী শাসন করেছে ২৮ বছর। '৯৯ সাল থেকে ক্ষমতায় প্রেসিডেন্ট জেনারেল পারভেজ মোশাররফ। এপ্রিলে এক গণভোটের মাধ্যমে ৫ বছরের জন্য প্রেসিডেন্ট পদের মেয়াদ বৃদ্ধি করেছেন তিনি। যদিও ক্ষমতা দখলের পর থেকেই মোশাররফ বলে

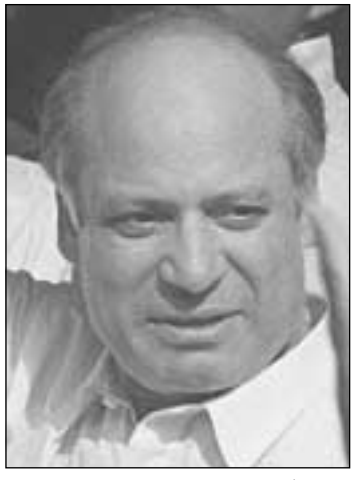

নওয়াজ-বেনজিরকে সরিয়ে দিয়ে ফাঁকা মাঠে গোল করতে চান মোশাররফ

আসছিলেন, তিনি ক্ষমতা আঁকড়ে থাকতে চান না। সুপ্রিম কোর্টের বেঁধে দেয়া সময়সীমার মধ্যেই তিনি নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেবেন। সবকিছু ঠিক থাকলে অক্টোবরের ১০ তারিখ নির্ধারিত সময়েই নির্বাচন হতে যাচ্ছে। বিশ্লেষকরা মনে করছেন, আসন্ন নির্বাচনের পর মোশাররফের ক্ষমতা আরও পোক্ত হতে যাচ্ছে।

বিশ্লেষকদের আশঙ্কার যথার্থ কারণ রয়েছে। নির্বাচনকে সামনে রেখে মোশাররফ নির্বাচনী আইন ও সংবিধানে বেশকিছু পরিবর্তনের উদ্যোগ নিয়েছেন। পদক্ষেপগুলো অবাধ ও বহুদলীয় নির্বাচনে বিরাট অন্তরায় সৃষ্টি করবে। অবশ্য মোশাররফ জেনেশুনেই পরিবর্তনগুলো করছেন। বড় রাজনৈতিক দলগুলোর রথী-মহারথী রাজনীতিকদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের পথ রুদ্ধ করে ফাঁকা মাঠে গোল দিতে চাইছেন মোশাররফ।

মোশাররফ পাকিস্তানের ওয়েস্ট-মিনিস্টার স্টাইলের প্রধানমন্ত্রী শাসিত সরকার ব্যবস্থার পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের দিকে ঝুঁকছেন। সম্প্রতি তিনি নির্বাচনী আইনে যেসব পরিবর্তন এনেছেন তার অন্যতম হচ্ছে, জীবনে কখনো ফৌজদারি অপরাধে অথবা ঋণখেলাপির অভিযোগে দণ্ডিত হয়েছেন এমন কেউ নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না। এছাড়া কেউ তৃতীয়বার কেন্দ্র অথবা প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী কিংবা মুখ্যমন্ত্রী হতে পারবেন না। এছাড়া কেবল বিশ্ববিদ্যালয় গ্র্যাজুয়েটরাই জাতীয় ও প্রাদেশিক অ্যাসেম্বলির নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন। উপরন্তু যারা ফেরারি তারাও নির্বাচনে অংশ নেবার অযোগ্য ঘোষিত হয়েছে।

বলাই বাহুল্য, নির্বাচনী আইনে এসব সংস্কারের টার্গেট দুই সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ

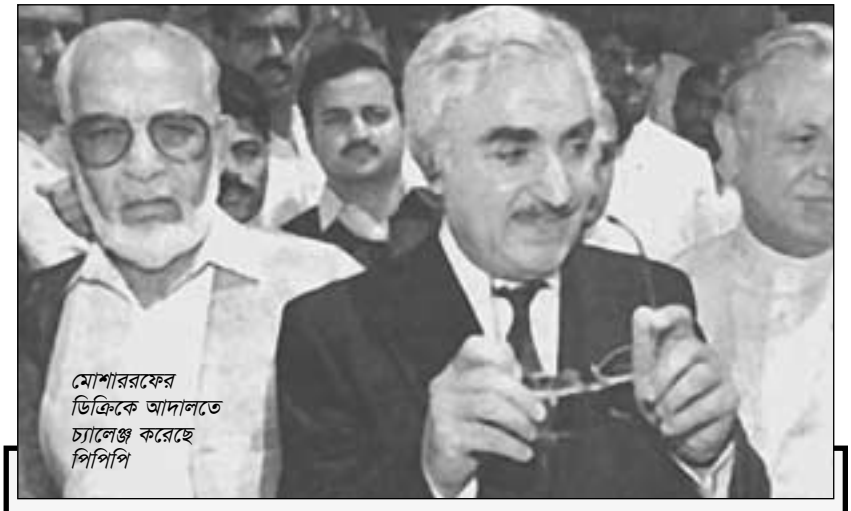

মোশাররফের ডিক্রিকে আদালতে চ্যালেঞ্জ করেছে পিপিপি

এক নজরে পরিবর্তনসমূহ

■ ঋণখেলাপি ফৌজদারি অপরাধে দণ্ডিত এবং ফেরারী কেউ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না।

■ দুই দফা প্রধানমন্ত্রী অথবা প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে এমন কেউ তৃতীয়বার একই পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না।

■ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারীর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।

■ সংখ্যালঘুদের জন্য দ্বৈত ভোটের ব্যবস্থা থাকবে। তারা প্রথমবারের মতো ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির সংরক্ষিত ১০টি আসনের পাশাপাশি প্রাদেশিক নির্বাচনেও ভোট প্রদান করতে পারবে।

■ নির্বাচনে অংশ নিতে ইচ্ছুক প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের পদসমূহ আভ্যন্তরীণ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্ধারণ করতে হবে। অর্থাৎ দলসমূহের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

■ অংশগ্রহণনেচ্ছুক প্রত্যেকটি দলের স্বতন্ত্র নাম, ঠিকানা, গঠনতন্ত্র, আয়ের উৎস নির্বাচনে কমিশনে জমা দিতে হবে।

এ সপ্তাহের বিশ্ব

মালয়েশিয়ায় অভিবাসী গ্রেপ্তার

অভিবাসী আইন কঠোর করা সত্ত্বেও অবৈধভাবে মালয়েশিয়ায় থেকে যাওয়া বিদেশী নাগরিকদের গ্রেপ্তারের জন্য সেখানে ধড়পাকড় শুরু করেছে। তিন দিনে মোট ৬০০ অবৈধ অভিবাসীকে আটক করা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার আইনটি প্রণীত হয়েছে। আটককৃত অধিকাংশই ইন্দোনেশিয়ার নাগরিক।

লিবিয়ায় ব্রিটিশ মন্ত্রী

১৯৮৩ সালের পর প্রথমবারের মতো একজন ব্রিটিশ মন্ত্রী লিবিয়া সফরে গেছেন। ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রী মাইক ও'ব্রিয়েন তিন দিনের সফরে লিবিয়া গেছেন। সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে লিবিয়ার সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ মন্ত্রীর এই সফর। '৮৩ সালে ব্রিটেনের লিবিয়ার দূতাবাসে একজন ব্রিটিশ পুলিশকে গুলি করে হত্যার পর দু'দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক বন্ধ হয়ে যায়। এরপর '৮৮-র লকারবি বিমানে বোমা বিস্ফোরণ ও পরে লিবিয়ার ওপর মার্কিন হামলাকে ব্রিটেনের সমর্থনদান দু'দেশের সম্পর্ককে আরো খারাপ করে। এদিকে লিবিয়ার নেতা কর্নেল মুয়াম্মার গাদ্দাফি প্রথমবারের মতো লকারবি বিমান দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিতে নীতিগতভাবে সম্মত হয়েছেন।

সুচির প্রস্তাব

গণতন্ত্রের স্বার্থে মিয়ানমারের ক্ষমতাসীন সামরিক জান্তার সঙ্গে সহযোগিতার প্রস্তাব দিয়েছেন সুচি। তবে এজন্য সব রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির শর্ত দিয়েছেন তিনি।

জাতিসংঘের বিশেষ দূত রাজালি ইসমাইল ইয়াঙ্গুন সফর শেষে এই তথ্য প্রকাশ করেছেন। তিনি জানান, আন্তর্জাতিক বিশ্ব এই প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাবে।

চীন-তাইওয়ান উত্তেজনা

তাইওয়ানের ভবিষ্যৎ প্রশ্নে এক গণভোটের আহ্বান জানানোর পর চীন-তাইওয়ান উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট চেন শুই বিয়ান তার এক ভাষণে এই আহ্বান জানান। চীন এ মাসের মাঝামাঝি থেকে তাইওয়ানের উপকূল বরাবর সামরিক মহড়া

শরীফ ও বেনজির ভুট্টোর অংশগ্রহণ বাধাগ্রস্ত করা। উভয়েই দুই মেয়াদের জন্য প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। এছাড়া উভয়ের বিরুদ্ধেই দুর্নীতি ও ঋণখেলাপির অভিযোগ আছে, আদালতে যা প্রমাণিত। এছাড়াও আছেন মুত্তাহিদা কওমী মুভমেন্টের আলতাফ হোসেন। যার দল করাচি ও সিন্ধুর গ্রাম এলাকায় বেশ জনপ্রিয়। নওয়াজ ও বেনজির দুজনেই দেশের বাইরে। নওয়াজ শরীফকে ১০ বছরের জন্য সৌদি আরবে নির্বাসনে পাঠিয়েছেন মোশাররফ। অন্যদিকে স্বেচ্ছা নির্বাসনে যাওয়া বেনজির কখনো লন্ডন, কখনো দুবাই। প্রেসিডেন্ট মোশাররফ জানেন, দুর্নীতি ও ব্যর্থতার শত অভিযোগ সত্ত্বেও পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি) এবং পাকিস্তান মুসলিম লীগ (পিএমএল) দল দুটোর ক্ষমতা আছে নির্বাচনে তার ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করার। উপরন্তু, বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খানের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা জোটের সদস্য দল দু'টি। সর্বশেষ '৯৭ সালের নির্বাচনে দল দু'টি জাতীয় পরিষদের ৭০ ভাগ আসন অধিকার করেছিল। অক্টোবরে নির্বাচনে দল দুটির যৌথ অংশগ্রহণ মোশাররফকে বিপদে ফেলার ক্ষমতা রাখে। তাই মোশাররফ নির্বাচনী আইন সংস্কারের নামে দল দু'টির কাণ্ডারিদ্বয়কে মাঠের বাইরে রাখার পরিকল্পনা করেছেন।

সেই লক্ষ্যে মোশাররফ খানিকটা সফল হয়েছেন বলা চলে। নওয়াজ শরীফ ইতিমধ্যে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি নির্বাচনে অংশ নেবেন না। তার ভাই পাঞ্জাবের সাবেক গভর্নর শাহবাজ শরীফ দলের সভাপতি হয়েছেন। এর আগে শাহবাজ দুইবার পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন। নতুন আইনে তিনি মুখ্যমন্ত্রী পদে নির্বাচন করতে পারবেন না। অবশ্য শাহবাজ

সাক্ষাৎকারে মোশাররফ

সম্প্রতি টাইম ম্যাগাজিন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফের একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। অত্যন্ত ঘরোয়া পরিবেশে গৃহীত সাক্ষাৎকারটির অংশ বিশেষ নিচে পরিবেশিত হল:

■ প্রশ্ন : আপনি নির্বাচনী আইন এবং সংবিধান পরিবর্তন করে ১০ অক্টোবর নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে যাচ্ছেন। কেন?

মোশাররফ : এর সবই গণতন্ত্রের মৌলিকতা নিশ্চিত করার জন্য– যেখানে জনগণ শাসন করে এবং সরকার হচ্ছে জনগণের মঙ্গলের জন্য।

■ প্রশ্ন : অনেকে বলছে, আপনি আপনার প্রেসিডেন্ট পদে সব ক্ষমতা নেয়ার জন্য সংবিধান পরিবর্তন করছেন।

মোশাররফ : সরকার চালাতে, দেশ চালাতে ক্ষমতা। আর সেই ক্ষমতা অর্পণ করা হবে প্রধানমন্ত্রীর ওপর। অতএব, আমি ক্ষমতা ছেড়ে দেব। সবকিছু কি প্রেসিডেন্টই নির্ধারণ করে দেবে নাকি? না জনাব, সে আরাম করবে। আমি প্রচুর টেনিস আর স্কোয়াশ খেলব।

■ প্রশ্ন : কিন্তু পার্লামেন্ট এবং রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেয়া হচ্ছে।

মোশাররফ : এই ১১ বছর তারা কিভাবে সরকার চালিয়েছে? তারা লুটতরাজ আর দুঃশাসন চালিয়েছে। আমরা একটা খেলাপি, ব্যর্থ রাষ্ট্রের প্রান্তসীমায় পৌঁছে গিয়েছিলাম। আমি সন্দিহান প্রত্যেকটি দেশের জন্য গণতন্ত্রের একই নিয়ম প্রযোজ্য নয়। আমি পাকিস্তানের জন্য কার্যকর এরকম একটি ব্যবস্থা তৈরির চেষ্টা করছি।

■ প্রশ্ন : আপনি কি ব্যক্তিগতভাবে প্রধানমন্ত্রী বেছে নিতে চাইছেন?

মোশাররফ : না। তিনি অবশ্যই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হবেন। কিন্তু খোলাখুলি বলতে, আমরা তা পরীক্ষা করে দেখছি। আমরা সব ব্যবস্থাই পরীক্ষা করছি।

■ প্রশ্ন : আপনি কখন প্রেসিডেন্ট পদ ত্যাগ করতে চান?

মোশাররফ : যদি জনগণ আমাকে না চায়, তা হতে পারে আগামীকাল। আমি মনে করি, এই মুহূর্তে তারা আমাকে চায়।

চালানোর হুমকি দিয়েছে। এদিকে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের এক কর্মকর্তা বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র তাইওয়ানের স্বাধীনতার দাবিকে সমর্থন করে না।

ভারতে সহমরণ

ভারতের মধ্যপ্রদেশে মধ্যযুগীয় 'সতীদাহ' প্রথার ঘটনা পুলিশ উদঘাটন করেছে। ১৮৭ বছর আগে ব্রিটিশ রাজ কর্তৃক নিষিদ্ধ সহমরণে এবার প্রাণ দিলেন ৬৫ বছর বয়স্কা এক বৃদ্ধা। এই অভিযোগে বৃদ্ধার দুই ছেলেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কয়েক বছর আগে রাজস্থানে সতীদাহের সর্বশেষ ঘটনা ঘটেছিল। ভারতে সতীদাহ প্রথায় প্ররোচনা দেয়ার জন্য মৃত্যুদন্ডের বিধান রয়েছে।

পাকিস্তানে হাসপাতালে হামলা

পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদের অদূরে তক্ষশীলার একটি খ্রিস্টান মিশনারি হাসপাতালে গ্রেনেড হামলা চালানো হয়েছে। এতে ৩ জন নার্স নিহত ও ২০ জন আহত হয়েছে।

এক সপ্তাহে খ্রিস্টানদের ওপর এটি দ্বিতীয় হামলা। এর আগে মারি শহরে একটি মিশনারি স্কুলে বন্দুকধারীদের হামলায় ৬ জন নিহত হয়েছিল। গ্রেনেড হামলা কারা চালিয়েছে জানা না গেলেও ধারণা করা হচ্ছে একজন হামলাকারীও এতে নিহত হয়েছে।

কলম্বিয়ায় বোমা বিস্ফোরণ

কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের কাছে এক বোমা বিস্ফোরণে ১৫ জন নিহত ও ২৫ ব্যক্তি আহত হয়েছে। এ সময় সেখানে নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট আলভারবো উরিবের শপথ গ্রহণ চলছিল। ধারণা করা হচ্ছে, রিভলিউশনারি আর্মড ফোর্সেস অব কলম্বিয়া এ হামলা চালিয়েছে। সম্প্রতি নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট দেশের সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন।

আফগানিস্তানে বিস্ফোরণ

আফগানিস্তানের জালালাবাদ শহরের কাছে একটি এনজিও অফিসে ভয়াবহ বোমা বিস্ফোরণে ২৫ জন নিহত ও ৩৫ জন আহত হয়েছে। অফিসটি স্থানীয় নির্মাণ কাজ তদারকি করছিল। ধারণা করা হচ্ছে, গুদামে রক্ষিত বিস্ফোরক পদার্থ থেকে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। তবে তদন্তকারীরা এর সঙ্গে সন্ত্রাসীদের যোগসূত্র থাকার সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখছেন।

কলম্বিয়া

আরেক ভিয়েতনাম

ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখে ভয় পায়। মার্কিনিদের হয়েছে এই অবস্থা। ভিয়েতনাম মার্কিনিদের কাছে একটি দুঃস্বপ্নের নাম। কলম্বিয়ার গৃহযুদ্ধ দমনে ওয়াশিংটনের সামরিক সহায়তার পরিমাণ যতো বাড়ছে, নীতি নির্ধারকরা মার্কিন ভূমিকার ব্যাপারে ততোই শঙ্কিত হয়ে পড়ছেন। তাদের ভয়, কলম্বিয়া যুক্তরাষ্ট্রের জন্য আরেকটি 'ভিয়েতনাম' হয়ে দেখা দিতে পারে।

কলম্বিয়ায় এ মাসে দায়িত্ব গ্রহণ করছেন নতুন প্রেসিডেন্ট আলভেরো ইউরিব ভেলেজ। এ বছর ২৬ মে'র নির্বাচনে তিনি পরাজিত করেছেন আন্দ্রেজ পাস্ত্রানাকে। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত কট্টরপন্থি ইউরিবকে অনেকে তুলনা করেন অ্যারিয়েল শ্যারনের সঙ্গে। প্রথমে যুদ্ধ এরপর শান্তি আলোচনা, এই নীতিতে অগ্রসর হতে চান ইউরিব।

ল্যাটিন আমেরিকার অন্যতম গৃহযুদ্ধপীড়িত দেশ কলম্বিয়া। ৩৮ বছর ধরে কম্যুনিস্ট শাসনব্যবস্থার জন্য সেখানে যুদ্ধ করছে রেভল্যুশনারি আর্মড ফোর্সেস অব কলম্বিয়া (এফএআরসি)। ড্রাগ-মাফিয়াদের অন্যতম ঘাঁটি কলম্বিয়া। এ প্রসঙ্গে অনেকের স্মরণ আছে, '৯৪-এর বিশ্বকাপ ফুটবলে আত্মঘাতী গোল করার অপরাধে আন্দ্রে স্কোবারকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল এসব মাদক-মাফিয়ারা। ১৮০০০ সৈন্যের বিদ্রোহী বাহিনী এবং মাদক কারবারীরা মিলেমিশে কলম্বিয়ায় এক রকম সমান্তরাল সরকার প্রতিষ্ঠা করেছে। এদের প্রতিহত করার ওয়াদা দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠের ম্যান্ডেট পেয়েছেন ইউরিব। কিন্তু নির্বাচিত হয়ে পরের মাসে তিনি অপর একটি ম্যান্ডেট পাওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্র সফর করেছেন। ইউরিবের লক্ষ্য, গত তিন দশকের অব্যাহত ড্রাগ ব্যবসা এবং সন্ত্রাস দমনে আরো বেশি মার্কিন সহায়তা আদায়। এক সাক্ষাৎকারে ইউরিব বলেছেন, 'এই অঞ্চলে আমাদের স্বাভাবিক মিত্র যুক্তরাষ্ট্র। আমরা হেলিকপ্টার, প্রশিক্ষক, প্রযুক্তি এবং অর্থ নিয়ে কথা বলছি। কারণ কোনো দেশই কলম্বিয়ার মত গণতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী হামলার ব্যাপারে চোখ বুজে থাকতে পারে না।'

এখন প্রশ্ন, বুশ প্রশাসন কলম্বিয়ার অভ্যন্তরীণ সমস্যার ব্যাপারে কতদূর নাক গলাবে? আপাতদৃষ্টিতে বেশ গভীরভাবে। কলম্বিয়ার নির্বাচনের পরপরই মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের ল্যাটিন আমেরিকা বিষয়ক শীর্ষ কর্মকর্তা অটো রাইখ বোগোটা সফর করেন। তিনি ইউরিব এবং বিদায়ী প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে বসেন।

'প্ল্যান কলম্বিয়া' নামে ড্রাগ বিরোধী কার্যক্রমে ওয়াশিংটন গত দুই বছরে ১৩০ কোটি ডলার খরচ করেছে। এখন বুশ প্রশাসন নিজেদের

শরীফও দেশের বাইরে। মোশাররফ হুমকি দিয়েছেন, শাহবাজ দেশে ফিরলে তাকে দুর্নীতি ও ঋণখেলাপির মামলায় গ্রেপ্তার করা হবে। আদালতে শরীফ পরিবারের বিরুদ্ধে ৩ কোটি ডলার খেলাপি ঋণ ও সাড়ে ৪০০ কোটি রুপির দুর্নীতি মামলা ঝুলছে। অন্যদিকে দুর্নীতির অভিযোগে ফেরারি বেনজির ভুট্টোর অবস্থাও একই রকম। যদিও বেনজির বারবার বলছেন, গ্রেপ্তারি পরোয়ানা থাকা সত্ত্বেও তিনি দেশে ফিরবেন এবং নির্বাচন করবেন। এ জন্য তিনি মার্কিন দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক উপদেষ্টা ক্রিস্টিনা বোকার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন চেয়েছেন। তথাপি, বেনজিরের নির্বাচনে অংশগ্রহণ অনিশ্চিত।

উপরন্তু, মোশাররফের আইনি সংস্কার মুসলিম লীগ ও পিপলস্ পার্টির অভ্যন্তরে ভাঙন সৃষ্টি করেছে। সম্প্রতি নির্বাচন কমিশন পলিটিক্যাল পার্টিস অর্ডার-২০০২ নামে একটি নির্বাচনী অধ্যাদেশ জারি করেছে। এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী নির্বাচনে অংশ নিতে ইচ্ছুক প্রত্যেকটি দলের স্বতন্ত্র নাম, ইস্তেহার, গঠনতন্ত্র ও সম্পদের হিসাব জমা দিতে হবে। এছাড়া দলের অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে সভাপতিসহ সব পদ নির্ধারণ করতে হবে। এদিকে মুসলিম লীগ ইতিমধ্যে দু'টুকরো হয়ে গেছে। এক অংশে মুসলিম লীগ (নওয়াজ) এবং অপর অংশ মুসলিম লীগ (কায়েদে আযম)। প্রথম অংশের সভাপতি হয়েছেন শাহবাজ শরীফ এবং দ্বিতীয় অংশের সভাপতি মিয়া মোহাম্মদ আজহার।

অন্যদিকে, পিপলস পার্টিতেও ভাঙনের সুর স্পষ্ট। বেনজির ইতিমধ্যে তার অনুগতদের নিয়ে পিপলস পার্টি পার্লামেন্টারিয়ানস্ নামে একটি শাখা গঠন করেছেন। সব মিলিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐক্য নেই বলা চলে। ইতিমধ্যে ৭৫টি দল নির্বাচন কমিশনের কাছে দলের তথ্য জমা দিয়েছে। এসব দল অক্টোবরে নির্বাচনে অংশ নিতে ইচ্ছুক। বিশ্লেষকরা মনে করছেন, নির্বাচন যতোই ঘনিয়ে আসবে, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে নিজেদের স্বার্থ বিষয়ে দূরত্ব আরো বাড়বে।

প্রেসিডেন্ট মোশাররফ সংবিধান সংশোধনের যে পরিকল্পনা করেছেন তার

কেবল মাদকবিরোধী কার্যক্রমে সীমাবদ্ধ রাখতে চায় না। হোয়াইট হাউস কলম্বিয়ায় আরও ৫৭ কোটি ২০ লাখ ডলারের প্যাকেজ সহায়তা পাঠানোর জন্য কংগ্রেসের কাছে আর্জি জানিয়েছে। এর মধ্যে সামরিক সরঞ্জামাদিও রয়েছে যা বিশেষত বোগোটার বিদ্রোহী দমন কার্যক্রমে ব্যবহৃত হবে। প্রকৃতপক্ষে, প্রশাসন ইতিমধ্যে 'প্ল্যান কলম্বিয়া'র অধীনে এফএআরসি ও অন্যান্য সশস্ত্র গ্রুপগুলোর বিরুদ্ধে হেলিকপ্টারসহ অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি পেয়েছে। ওয়াশিংটনভিত্তিক সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল পলিসির গবেষক এডাম আইজ্যাকসন আশঙ্কা ব্যক্ত করেন, 'এর ফলে কলম্বিয়ায় আমাদের সামরিক উপস্থিতির নাটকীয় প্রসার ঘটানোর দাবি সৃষ্টি করবে।'

ক্রমবর্ধমান মার্কিন সামরিক সহায়তার প্রেক্ষিতে যে আশঙ্কাটি জোরালো হচ্ছে তা হলো, কলম্বিয়া আরেকটি 'ভিয়েতনাম' হচ্ছে না তো? অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ ব্যাপারটি উড়িয়ে দিয়েছেন। ইউরিব নিজেও এখনই মার্কিন ট্রুপ মোতায়েনের সম্ভাবনা বাতিল করে দিয়েছেন। প্রখ্যাত সমালোচকরাও পূর্ণমাত্রার ভিয়েতনাম স্টাইলের প্রতিশ্রুতির সম্ভাবনা না দেখলেও মার্কিন পলিসির সাম্প্রতিক গতিবিধির ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করছেন। টেক্সাসের রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান রন পল বলেন, 'আমরা সেখানে হাজার হাজার সৈন্য পাঠাচ্ছি একথা আমি চিন্তাও করতে পারি না। কিন্তু আমরা সেখানে গিয়েছি কারণ আমরা তাদের গৃহযুদ্ধে জড়াতে সংকল্পবদ্ধ এবং এটি হতে পারে একটি ক্ষুদে ভিয়েতনাম।' অন্যরা এই বলে সতর্ক করে দিয়েছে যে, একটি বাস্তবতা সম্পর্কে পরিষ্কার না হয়ে যুক্তরাষ্ট্র একটি বিদেশী সংঘাতে করদাতাদের অর্থ ঢালছে। আর বাস্তবতা হলো– দেশটির ৩৮ বছরের পুরনো সংঘাতের কোনো সম্ভাব্য সামরিক সমাধান নেই। 'আমাদের সরকার মনে করে ভিয়েতনামের মত কলম্বিয়াও নিজেদের রক্ষা করতে পারবে। আমাদের যা করতে হবে তা হলো প্রশিক্ষণ ও সরঞ্জামাদি যোগানো। আমাদের সরকারের কেউই স্বীকার করেনি যে, কলম্বিয়ার সামরিক বাহিনী ভীষণভাবে দুর্বল এবং এফএআরসি-কে পরাজিত করতে অক্ষম।'

অথর্ব প্রেসিডেন্ট পাস্ত্রানার সময় সরকার অত্যন্ত কম খরচে গৃহযুদ্ধের মোকাবেলা করতে চেয়েছিল। এ সময় নিরাপত্তা ও সামরিক খাতের জাতীয় উৎপাদনের মাত্র ৩.৫ ভাগ ব্যয় করা হয়েছে। ওয়াশিংটনের কর্তাব্যক্তিরা চান নতুন সরকার এক্ষেত্রে ব্যয় বাড়াক। হোয়াইট হাউসের মাদকবিরোধী ডেস্কের প্রধান জন ওয়াল্টারের মতে, 'নিজের সর্বোচ্চ নিরাপত্তার জন্য কলম্বিয়ার নিজেরও বেশ কিছু করার আছে। তাদের খরচ একটি যুদ্ধকালীন দেশের খরচের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।' ইউরিব এটি বুঝতে পেরেছেন। প্রতিরক্ষা বাজেট দ্বিগুণ করা তার নির্বাচনী ওয়াদা।

পাস্ত্রানার তিন বছরের শান্তি প্রক্রিয়ার ব্যর্থতার ফলে ইউরিবকে যারা ভোট দিয়েছে তারা 'শক্তের ভক্ত' কথাটির মর্ম বুঝেছে। আর এ ধরনের ক্রুর ভাবনাচিন্তা বুশ প্রশাসনের সঙ্গে মিলে যায়। কিন্তু সন্দেহবাতিকদের আশঙ্কা, কলম্বিয়া যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য খেয়ে ফেলা আরেকটি কৃষ্ণগহ্বর হতে পারে। যার ফলে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্য অধরাই রয়ে যাবে।

রূপরেখা আরও ভয়াবহ। প্রেসিডেন্টকে প্রধান করে জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল গঠনের পরিকল্পনা আছে তার। এই কাউন্সিল হবে ১০ সদস্যের। যাতে থাকবেন প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, চারজন প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী, তিন বাহিনীর প্রধানগণ এবং জয়েন্ট চীফ অব স্টাফের চেয়ারম্যান। এই কাউন্সিলের প্রধান হিসেবে প্রেসিডেন্ট হবেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনি পার্লামেন্ট সদস্যদের থেকে যে কাউকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগদানের ক্ষমতা রাখবেন, সেই ব্যক্তি সংখ্যাগরিষ্ঠের নেতা না হলেও। এছাড়া প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রীকে বরখাস্ত এবং তার ক্যাবিনেট ও পার্লামেন্ট ভেঙে দিতে পারবেন। এছাড়া প্রাদেশিক গভর্নরদের মনোনয়ন দেবেন প্রেসিডেন্ট। সব মিলিয়ে বোঝা যাচ্ছে, মোশাররফ রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থায় ফিরে যেতে আগ্রহী।

জেনারেল জিয়াউল হকও ১৯৮৫ সালে এ ধরনের নির্বাচনের ব্যবস্থা করেছিলেন। সে সময় পিপিপি নির্বাচন বর্জন করেছিল। রাজনৈতিক দলশূন্য এ ধরনের নির্বাচনই হয়তো মোশাররফ আশা করছেন। কেননা তিনি সংবিধানে যেসব পরিবর্তন আনার চিন্তাভাবনা করছেন, এজন্য

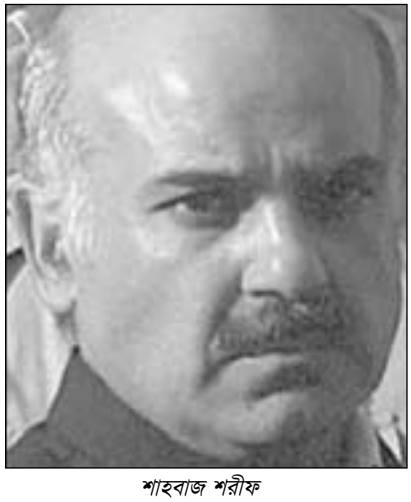

শাহবাজ শরীফ

পার্লামেন্টে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যারিগষ্ঠতা প্রয়োজন। একটি শিখন্ডী পার্লামেন্ট মোশাররফের ইচ্ছা পূরণের হাতিয়ার হতে পারে অনায়াসে। '৯৯ সালে পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্ট রুল জারি করেছিল, মোশাররফ নির্বাচনের আগ পর্যন্ত শাসনের সুবিধার্থে সংবিধান সংশোধন করতে পারবেন কিন্তু এর মৌলিক কাঠামোর কোনো পরিবর্তন আনতে পারবেন না। এজন্য মোশাররফের একটি অনুগত পার্লামেন্ট প্রয়োজন। অবশ্য ইতিহাস খুব একটা আশাব্যঞ্জক নয়। দলবিহীন সাজানো নির্বাচনের পর জেনারেল জিয়া যাকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেছিলেন, তিন বছর যেতে না যেতে সেই প্রধানমন্ত্রী জিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। প্রেসিডেন্ট মোশাররফ যাকে প্রধানমন্ত্রী বানাবেন, তিনি যে বিদ্রোহী হবেন না তা কে বলতে পারে? অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করছেন, নির্বাচনে পছন্দের প্রার্থী বিজয়ী হচ্ছেন না এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে মোশাররফ নির্বাচন স্থগিত করে দিতে পারেন।

পশ্চিমাদের বন্ধু হিসেবে পেলেও মোশাররফ নিজ দেশে বন্ধুহারা হয়েছেন। পিপলস পার্টি বা মুসলিম লীগ যদিও আফগান ইস্যুতে মোশাররফের নীতিকে সমর্থন করেছিল, ইসলামপন্থি দলগুলো এক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধাচরণ করে। এ বছরের প্রথম দিকে মোশাররফ রাজনৈতিক দলগুলোকে আলোচনার জন্য ডেকেছিলেন। এআরডি নেতা নসরুল্লাহ খানের মতে এটি পরামর্শের জন্য কোনো আমন্ত্রণ ছিলো না, এটি ছিলো বিগ বসের নির্দেশনামা। সব মিলিয়ে মোশাররফের রাজনৈতিক অবস্থান দুর্বল রয়ে গেছে। পূর্ববর্তী সব সামরিক শাসকের সঙ্গে উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব অথবা মার্শাল ল'কে সমর্থনদানকারী শক্তিশালী রাজনৈতিক দল ছিলো। কিন্তু মোশাররফের কেউ নেই। বরং রাজনৈতিক দলগুলো তার বিরুদ্ধে একাট্টা হয়ে 'এক ঘাটে জল খাচ্ছে'।

এখন পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট মোশাররফের শক্তির ভিত্তি সামরিক বাহিনী। অবশ্য, মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে, প্রত্যন্ত অঞ্চলে মোশাররফের জনপ্রিয়তা ৭৫ ভাগ, যদিও শহরাঞ্চলে তা কমে ৩৩ ভাগে দাঁড়িয়েছে। উপরন্তু, সাধারণ জনসাধারণ এই মুহূর্তেই মোশাররফকে উৎখাতের পক্ষে নয় বলেই মনে হচ্ছে। অর্থনীতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ রাখতে সক্ষম হয়েছেন, একথাও মনে রাখা প্রয়োজন। তথাপি, সেনাবাহিনী কতদিন চোখ বুজে মোশাররফকে সমর্থন যুগিয়ে যাবে তা বলা কঠিন। যদিও প্রস্তাবিত সংবিধান সংশোধনীতে সেনাবাহিনীর বলিষ্ঠ ভূমিকা জেনারেলদের খুশিই করবে। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, আসন্ন নির্বাচনে বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলিকে 'অভুক্ত' রাখা হলে তা মোশাররফের বিপদ ডেকে আনতে পারে। নির্বাচনে কারচুপি সমাজের বিভিন্ন স্তরে মোশাররফবিরোধী ঐক্য সৃষ্টি করবে, যা জনগণকে রাস্তায় নামতে বাধ্য করবে। এ সময় সামরিক বাহিনী জনগণের সঙ্গে দূরত্ব সৃষ্টি হবার ভয়ে যদি মোশাররফকে বলে বসে যে, 'জনাব, ক্ষমতা এখন জনগণের হাতেই ছেড়ে দিন', তাতে আশ্চর্যের কিছু থাকবে না। আর এ কথা তো সবারই জানা যে জনগণই সব ক্ষমতার উৎস।